দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 22 JUL 2012
পৃষ্ঠা কলাম

অভিভাবক শূন্য শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

■ নিজামুল হক

বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের পর ১২ বছর ধরেই গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বে নানা অব্যবস্থাপনা ছিল রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভিসির মেয়াদ শেষ হবার পর তা আবার প্রকাশ হল। এই মন্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়েরই কয়েকজন শিক্ষকের। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে নেই প্রো-ভিসি। দুই ভিসির মেয়াদে দুইজন ট্রেজারার নিয়োগ দেয়া হলেও একজন পদত্যাগ করেন। এরপর ট্রেজারার পদে আর নিয়োগ হয়নি। ১২ বছরেও একজন নিয়মিত রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি। এ পদে নিয়োগ নিয়ে চলছে নানা নাটকীয়তা। ভিসির মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ১৫ জুলাই। অথচ এই সময়েই বিপাকে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইলে কে স্বাক্ষর করবেন, কে করবেন নিয়মিত কাজগুলো, এমন কোন কর্মকর্তা নেই। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালনে সমর্থ নন, এ কারণে কোন প্রশাসনিক কাজই হয়নি বলে মন্তব্য করলেন কয়েকজন শিক্ষক।

প্রো-ভিসি, ট্রেজারার পদে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন ভিসিই এসব পদের প্রয়োজনীয়তা সরকারকে বুঝাননি। আর নিজেদের লোক রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ দেয়ার চেষ্টার কারণে নিয়মিত রেজিস্ট্রার হয়নি দীর্ঘ ১২ বছরেও।

বিএনপি সরকারের সময়ের ভিসি এ এম ফারুক তিন বছরের বেশি সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেন। তাঁকে পূর্ণ রেজিস্ট্রার করার আগেই এ পদে নিয়োগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার এনামুজ্জামানকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে তিনি এখানে যোগ দেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ভিসি পদে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দেয়া হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক শাহ ই আলমকে। তিনি ভিসি হবার জন্য সার্চ কমিটির কাছে আবেদন করেছিলেন। যোগ্যতা বিবেচনায় তাকে ভিসি হিসাবে নিয়োগ দেয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। তখন রেজিস্ট্রারের পদ ছেড়ে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনরায় যোগ দেন এনামুজ্জামান। এরপর একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া হয় অধ্যাপক শামসুজ্জামান এবং অধ্যাপক অলক কুমার পালকে। পরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ আলীকে। তিনিও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। কিন্তু ভিসির সাথে মিল না হওয়া তিনিও ফিরে যান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী আজহারুল ইসলামকে। এখন তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির দায়িত্ব কারো না থাকায় প্রশাসনিক কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্টিকালচার বিভাগের সহকারি অধ্যাপক জসীম উদ্দিন বলেন, বর্তমানে সব ধরনের প্রশাসনিক কাজ স্থবির হয়ে আছে। আমি উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়েছি। কিন্তু ভিসি না থাকায় আমার ছুটি হচ্ছে না। ফলে এ বিষয়টি নিয়ে আমি অনিশ্চয়তায় আছি।

এদিকে নতুন ভিসি কে হচ্ছেন এ নিয়ে নানা গুঞ্জন চলছে। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য থেকে ভিসি হবেন- এমনই আশাবাদী সবাই। তবে ভিসি হবার জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সিনিয়র শিক্ষক দৌড়ঝাঁপ করছেন। এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও মুখ খুলছে না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতার কারণে ভিসি নিয়োগে কিছুটা বিলম্ব হতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা।